



146025 - হামদ ও শূকররে মধ্যযে পার্থক্য

প্রশ্ন

হামদ ও শূকররে মধ্যযে কী কোন পার্থক্য আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

হামদ (প্রশংসা) ও শূকর (কৃতজ্ঞতা) এর মধ্যযে কী পার্থক্য আছে— এ নিয়ে আলমেগণ দ্বিমিত করছেন:

প্রথম অভিমত: হামদ ও শূকর একই অর্থবোধক; এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই। ইবনে জারীর আত্‌তাবারী ও অন্যান্য আলমে এ অভিমতটিকে পছন্দ করছেন।

তাবারী (রহঃ) বলেন: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" এর অর্থ হচ্ছে— শূকরিয়া একনষ্টিভাবে আল্লাহর জন্য; তিনি ব্যতীত আর যা কিছু উপাসনা করা হয় তাদের জন্য নয়..."। এরপর তিনি বলেন: "আরবদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখলে এমন ব্যক্তিদের মাঝে উভয়টিই শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন দ্বিমিত নাই। যহেতু এ কথাটি তাদের সকলের কাছে শুদ্ধ; এতে করে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, কখনও شُكْر (কৃতজ্ঞতার)-এর স্থলে الحمد لله (প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলা হয়। আবার কখনও الحمد (প্রশংসা)-এর স্থলে الشُّكْر (কৃতজ্ঞতা) ব্যবহার করা হয়। কারণ যদি সঠিক শুদ্ধ না হত তাহলে الحمد لله شُكْرًا বলা বৈধ হত না।"[তাফসিরে তাবারী (১/১৩৮) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: হামদ ও শূকর একই অর্থবোধক নয়। বরং এ দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যগুলোর মধ্যযে রয়েছে:

১। হামদ (প্রশংসা) মুখের সাথে খাস। পক্ষান্তরে শূকর (কৃতজ্ঞতা) এমন নয়। বরং শূকর মুখ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগে মাধ্যমে হতে পারে।

২। হামদ (প্রশংসা) কোন নয়োমত বা অনুগ্রহেরে বপিরীতে যমেন হতে পারে; তমেন কী কোন কোন অনুগ্রহ ছাড়াও হতে পারে। পক্ষান্তরে, শূকর (কৃতজ্ঞতা) কেবল কোন অনুগ্রহেরে বপিরীতেই হয়ে থাকে।

ইবনে কাছরি (রহঃ) ইবনে জারীর তাবারীর পূর্ববোক্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন (১/৩২): যহেতু পরবর্তী



আলমেদরে অনেকে নকিট মশহুর হল: হামদ (প্রশংসা) হচ্ছে মটৌখিকিভাবে প্রশংসতিরে আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণরে স্তুতীকরা। আর শূকর (কৃতজ্ঞতা) কবেল পরার্থমুখী গুণরে ক্ষত্রেই হয় এবং যা সম্পাদতি হয় মন, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে। কবি বলনে:

أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً ... يدي ولساني والضميرَ المُحَجَّبَا

(আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে আমার হাত, আমার মুখ ও লুক্কায়িত অন্তর।)

কিন্তু আলমেগণ এ নিয়েও দ্বিমিত করছেন যে, কোনটি অধিক আম (সার্বিকি); হামদ নাকি শূকর? তবে, সূক্ষ্ম নরীক্ষণ হল: এ দুটোর মাঝে আম (সার্বিকি) ও খাস (বিশিষে)-এর সম্পর্কদ্বয় বিদ্যমান। যে যে ক্ষত্রেই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় সে দিক থেকে হামদ শূকরের চেয়ে আম। যহেতে হামদ আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণ উভয় ক্ষত্রেই ব্যবহৃত হয়। যমেন বলা হয়: حمدته لفروسيته (আমি তার অশ্ব চালনার প্রশংসা করলাম)। আবার বলা হয়: حمدته لكرمه (আমি তার বদান্যতার প্রশংসা করলাম)। অন্য বিবেচনা থেকে হামদ শূকর-এর চেয়ে খাস। যহেতে হামদ কবেল কথার মাধ্যমে সম্পাদতি হয়। কিন্তু যে যে মাধ্যম দ্বারা হামদ ও শূকর সম্পাদতি হতে পারে সে বিবেচনা থেকে শূকর হামদের চেয়ে আম। যহেতে শূকর কথা, কাজ ও নিয়তরে মাধ্যমে সম্পাদতি হয়; যমেনটি পূর্ববে বলা হয়ছে। আবার যহেতে শূকর কবেল পরার্থমুখী গুণরে ক্ষত্রেই ব্যবহৃত হয় তাই এ দিক থেকে শূকর হামদের চেয়ে খাস। যমেন এভাবে বলা যায় না যে, شكرته لفروسيته (আমি তার অশ্বচালনার জন্য শূকরীয়া (কৃতজ্ঞতা) করলাম)। তবে, আপনি বলতে পারনে: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ (আমার প্রতি তার বদান্যতা ও অনুগ্রহরে জন্য আমি তাকে শূকরীয়া জানালাম)। পরবর্তী কোন কোন আলমে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছছেন এই বক্তব্য সে সিদ্ধান্তরে সারকথা।[সমাপ্ত]

এর উপর ভিত্তিকরে আবু হালীল আল-আসকারি এ দুটোর মাঝে পার্থক্য নরীপণ করছেন। তিনি বলনে: "হামদ ও শূকররে মধ্যে পার্থক্য: হামদ হচ্ছে মুখে ভাল কছির স্তুতীকরা; সটৌ কোন উত্তম গুণরে সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- ইলম কথিবা কোন অনুগ্রহরে সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- সদাচরণ।

আর শূকর: এমন কর্ম যা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহরে প্রক্ষেতি উৎসারতি হয়; চাই সটৌ হোক মটৌখিকি স্তুতী, কথিবা বশির্বাস, কথিবা অন্তররে ভালবাসা, কথিবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে কোন কর্ম বা সবা।

জনকৈ কবি এ পার্থক্যগুলোকৈ তার কথায় এভাবে লিখিছেন..[এরপর তিনি পূর্ববক্ত পংক্তিটি উল্লেখ করছেন]।

সুতরাং হামদ হচ্ছে আম (সার্বিকি); যহেতে হামদ অনুকম্পা ও অন্য বিষয়কবে অন্তর্ভুক্ত করে। আবার মাধ্যমরে বিবেচনা থেকে খাস (বিশিষে)। যহেতে তা কবেল মটৌখিকিভাবেই সম্পাদতি হয়। আর শূকর এর বিপরীত। যহেতে শূকররে সংশ্লিষ্টতা কবেল অনুগ্রহরে সাথে, তবে শূকররে মাধ্যম কথা ও অন্য কছিও হতে পারে। তাই এ দুটোর মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে এক দিক



থেকে আম (সার্বকি); অন্যদকি থেকে খাস (বশিষে)। কোন ভাল গুণের মুখ দিয়ে স্তুতি করলে সেক্ষেত্রে এ দুটোর মলিন ঘটে। আবার বর্চিছেদে ঘটে এমন ক্ষেত্রে; যমেন কারো 'ইলম' থাকার স্তুতির ক্ষেত্রে কেবল 'হামদ' এবং কোন ভাল গুণের কারণে কাউকে ভালবাসার ক্ষেত্রে কেবল 'শুকর'-এর ব্যবহার।[আল-ফুরুক আল-লুগাওয়িয়াহ (২০/২২০)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) 'মাদারজিস সালকৌন' গ্রন্থে (২/২৪৬) বলেন:

"শুকর; এর প্রকার ও কারণগুলো বিবেচনার দকি থেকে আম। আর যে বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত সে বিবেচনা থেকে খাস। অন্যদকি হামদ এর সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর বিবেচনা থেকে আম এবং কারণগুলোর বিবেচনা থেকে খাস।

এ কথার অর্থ হচ্ছে: শুকর অন্তর দিয়ে সম্পাদিত হয়; অন্তর বনিয়ে হওয়া ও নত হওয়ার মাধ্যমে, মুখ দিয়ে সম্পাদিত হয়; মৌখিক স্তুতি ও স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুগত ও নত হওয়ার মাধ্যমে। আর শুকরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হচ্ছে অনুগ্রহ; আত্মগত গুণাবলী নয়। তাই এভাবে বলা যায় না: **شكرنا الله على** **حياته وسمعته وبصره وعلمه** (আল্লাহর জীবন, তাঁর শ্রবণশক্তি, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও তাঁর জ্ঞানের কারণে আমরা তাঁর শুকরীয়া বা কৃতজ্ঞতা জানালাম)। কিন্তু তিনি তাঁর এ সকল গুণের জন্মও হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসিত; যমেনভাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায্যতার জন্মও হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসিত।

আর শুকর হয় অনুগ্রহ ও দয়ার ক্ষেত্রে। তাই যা কছির সাথে শুকর সম্পৃক্ত ঐ সব বিষয়ের সাথে হামদও সম্পৃক্ত; কিন্তু বপিরীতটা নয়। আর যে যে মাধ্যম দিয়ে হামদ প্রকাশ করা যায় সে সে মাধ্যম দিয়ে শুকরও প্রকাশ করা যায়; কিন্তু বপিরীতটা নয়। যহেতে শুকর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও করা যায়; কিন্তু হামদ কেবল অন্তর ও কথা দ্বারা করা যায়।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।